দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/3/79
পৃষ্ঠা ... 5 .. কলাম .. 3

147

যারা আইন ভাঙছে তাদের শায়েস্তা করুন

গত বৃহস্পতিবার অর্থবই নিয়ে লিখেছিলাম। এর মধ্যে অনর্থ শুরু হয়ে গেছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ করেছেন—এ লেখা নাকি পুস্তক-ব্যবসায়ীদের পক্ষে গেছে। সরকারের নির্দেশ অমান্য করে যারা বেআইনী ব্যবসা করছেন তারাই নাকি এতে লাভবান হবেন।

এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নাকি দীর্ঘদিন যাবৎ নীচুমানের অর্থপুস্তক প্রকাশ করে আসছেন। এই পুস্তক বিক্রি হচ্ছে উচ্চমূল্যে। অর্থবই না কিনলে টেক্সট বুক বোর্ডের বইও দেয়া হচ্ছে না। এবারও নাকি তার আলামত দেখা যাচ্ছে। তাই অভিযোগ করা হয়েছে যে অর্থপুস্তকের পক্ষে লেখার ফলে এই ব্যবসায়ীরা আরও সাহস পাবে। তারা নতুন উৎসাহে নিম্নমানের অর্থবই ছাপবে। অর্থবই ছাড়া কিছুতেই টেক্সট বুক বোর্ডের বই বিক্রি করবে না।

আমার মনে হচ্ছে, আমরা গোড়ায়ই ভুল করে বসে আছি। অর্থবই-এর সাথে টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ের কোন সম্পর্ক নেই। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, টেক্সটবুক বোর্ডের বই নিয়মিত সরবরাহ করা। ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেয়া। সে দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ডেরই বহন করতে হবে।

এ দায়িত্ব কেন টেক্সট বুক বোর্ড বহন করতে পারছে না সেকথা তারাই ভাল করে বলতে পারবেন। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রতিবারই টেক্সট বুক বোর্ডের বই নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। কোন বছর ছাপা নিয়ে গন্ডগোল হয়, কখনও গন্ডগোল হয় বাঁধাই নিয়ে, কখনও গন্ডগোল হয় এজেন্ট নিয়োগ নিয়ে। কোনবার হয়ত বই পরিবর্তনের জন্য সময় মত বই পাওয়া যায় না। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি এ সমস্যার সুরাহা করতে পারতেন, তাহলে কিছু হয়ত একটা কিনার থাকত। কিন্তু বই যেখানে নিয়মিত সরবরাহ করা যাবে না সেখানে ত দুর্নীতি দেখা দেবেই। এ ধরনের দুর্নীতির হাত থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত নয়। তাই এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে অসুবিধে দেখা দেবেই। সে অসুবিধে একমাত্র টেক্সট বুক বোর্ডই দূর করতে পারেন।

আমি মনে করি, বাজারে এ বইয়ের অভাবই অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করেছে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই থাকলে এই বই নিয়ে মওজুদদারী করার প্রশ্ন দেখা দিত না। কর্তৃপক্ষ হয়ত কখনই একটি সমস্যা ভেবে দেখেননি—দেখেননি যে টেক্সট বুক বোর্ড নিজেদের হাতে পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় বেসরকারী পুস্তক ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে করেই হোক এ ক্ষতি তারা পুষিয়ে নেবেই। এ ক্ষতি পুষিয়ে নেবার অন্যতম পথ হচ্ছে অর্থপুস্তক প্রকাশ করা এবং বেশী দামে সেই অর্থপুস্তক বিক্রি করা। একথা আমি সেদিনও লিখেছিলাম যে মূল প্রশ্ন হচ্ছে মুনাফাখোরদের হাতে অর্থপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হবে কিনা। সিদ্ধান্ত নিতে হবে মানসম্পন্ন অর্থপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব কে নেবে। সে প্রশ্নের জবাব কোনদিন কর্তৃপক্ষ খুঁজেছেন বলে আমার মনে হয় না।

আমার ধারণা, টেক্সট বুক বোর্ডের বই সরবরাহ সম্পর্কেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোনদিনই কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কমবেশী সব সময়ই দুর্নীতিবাজরাই এই বইয়ের খবরদারী করেছে। ছলেবলে আর কৌশলেই হোক, তারাই বাজার নিয়ন্ত্রিত করেছে। আজ তাই দেখা যাচ্ছে মহানগরী ঢাকায় টেক্সট বুক বোর্ডকে বই সরবরাহ করতে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহযোগিতা নিতে হচ্ছে। এধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, আমার মনে হয়, টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোনদিনই তা ভেবে দেখেননি। অথচ যারা এ ধরনের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তাদের অন্তত এতটুকু দূরদৃষ্টি থাকারই কথা ছিল।

খবরে বলা হয়েছে, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড যৌথভাবে মহানগরীর স্কুলে স্কুলে বই বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। সপ্তাহখানেক ধরে এভাবে বই বিক্রি হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মফস্বলের ছাত্রছাত্রীদের কি হবে? জেলা শহর, মহকুমা শহর থেকে শুরু করে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছাত্রছাত্রীরা কবে বই পাবে? তাদের বই সরবরাহ করবে কে? বছরের তিন মাস কেটে যাচ্ছে। বই পেতে পেতে গ্রীষ্মের ছুটি এসে যাবে। তারপর আসবে রমযানের ছুটি, তারপর এগিয়ে আসবে পরীক্ষার মাস। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ সমস্যার কথা ভেবেছেন কি? তারা কি ভেবে দেখেছেন যে গ্রাম-গ্রামান্তরে অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার জন্য আমরা এই মহানগরীর মানুষেরা কম দায়ী নই। ঢাকায় বই না পাওয়া গেলে হৈ-চৈ হয়। মিছিল হয়। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়। শহর এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে আসে। বিশেষভাবে বই বিক্রির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু গ্রামের অবস্থা? গ্রামে বই বিক্রি হবে কি করে? অথচ গ্রাম-গ্রামান্তরেই বাস করে অধিকাংশ ছাত্র এবং ছাত্রী।

আমার তো মনে হয় এ ব্যাপারে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ নতুন করে ভেবে দেখতে পারেন। এজেন্ট নিয়োগ না করে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছেই বই পাঠাতে পারেন। বিভিন্ন স্কুলের চাহিদা অনুযায়ী যদি বই সরবরাহ করা হয় তাহলে হয়ত এ বছরের মত একটা সমাধান মিলতে পারে। আমি জানি না এ ধরনের বই সরবরাহ করা এ মুহূর্তে সম্ভব কিনা। তবু আমি দাবী করতে চাই যে যেকোনভাবেই হোক এই বই সরবরাহ সমস্যার সমাধান করতেই হবে। মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের সমস্যা শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীর সমস্যা নয়, এ সমস্যা সমস্ত বাংলাদেশের। তাই আমাদের জানার বাসনা যে সমগ্র দেশে বই সরবরাহের ব্যাপারে টেক্সট বুক বোর্ড কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সে বই যে অবিলম্বেই সর্বত্র পৌঁছবে তারও—বা নিশ্চয়তা কি?

আর যারা অর্থবই সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন তাদের কাছে আমার আবেদন তারা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে একথাগুলো বলুন। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করুন দেশে আইন থাকতে আইনের প্রয়োগ কেন হচ্ছে না? কেন বেআইনীভাবে অর্থপুস্তক ছাপা হচ্ছে। কেন বোর্ডের এজেন্টরাই জোর করে অর্থপুস্তক গছিয়ে দিচ্ছে? কেন তাদের শায়েস্তা করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে গতকাল ঢাকার দৈনিকে প্রকাশিত বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের একটি বিজ্ঞপ্তির প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে,

....এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে বোর্ড নিয়োজিত এজেন্টগণ তাদের চুক্তিপত্র অনুযায়ী বোর্ড প্রকাশিত কোন বইয়ের 'নোট বই' প্রকাশ, মওজুদ বা বিক্রি করতে পারেন না। কাজেই জনসাধারণের পক্ষে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে নোটবই কেনা বাধ্যতামূলক নয়........বোর্ড প্রকাশিত সমস্ত বই এজেন্টগণ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ তারা যেন নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত না দেন। এজেন্টগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে তারা যেন কোনক্রমেই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী অমান্য না করেন। অন্যথায় চুক্তিভঙ্গের জন্য আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বোর্ডের এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে সব দায়িত্ব জনসাধারণের উপর না দিলেই কি নয়? কি পরিস্থিতিতে এবং কার কাছ থেকে জনসাধারণ বাধ্য হয়ে অর্থবই কেনে তা কি টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানেন না? চুক্তিভঙ্গের জন্য তারাই মামলা দায়ের করুন না কেন! দেশে যখন আইন আছে সে আইনের ব্যবহার করা হবে না কেন? আমরা দেখতে চাই যে অন্তত বোর্ড কর্তৃপক্ষ তার চুক্তির শর্ত পালনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। তাদের কাছেও আর অজানা নয় যে কারা অর্থবই ছাপেন। কারা মওজুদ করেন। আর কারা জোর করে অর্থবই গছিয়ে দেন। আমরা চাই বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ দায়িত্ব নিন। নিঃসহায় জনসাধারণের জন্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লাভ নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিজ্ঞপ্তি পড়তে গেলে বাজারে বই মিলবে না।

আর আমার কথা হচ্ছে আমি অর্থপুস্তকের পক্ষে। আমি মানসম্পন্ন অর্থপুস্তক চাই। অর্থপুস্তকের নামে দুর্নীতিবাজী বা ফটকাবাজারী নয়। আর এ মুহূর্তে দেখতে চাই যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে দেশের নিঃসহায় অভিভাবকদের বাঁচাবার উদ্যোগ নিচ্ছেন। এ দায়িত্ব মূলত তাদেরই। আমার শেষ কথা আইন যখন আছেই, আইনের প্রয়োগ করা হোক না।

—অনিকেত